জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, খুলনা কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের অর্জনসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জেলার জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন। গত বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ১৫২৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। যাদের মাধ্যমে ১৭৩৮৮৫ WP সোলার প্যানেল স্থাপন এবং ১০৩.৩৫ কি:মি: রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে পুকুর খনন, তালগাছ রোপন, বায়োগ্যাস, উন্নতচুলা স্থাপন ইত্যাদি। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচির মাধ্যমে খুলনা জেলায় ৪৩৩১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। যার মাধ্যমে ১৫০২৩০ WP সোলার সিস্টেমস স্থাপন, ৪২.৮৭ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ এবং ৯৮৫২৮.০৬ বর্গ মিটার মাঠ ভরাট করা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয়, শিক্ষা ও জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান মেরামত ও উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, ব্রিজ/কালভার্ট মেরামত, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি। অতিদরিদ্রদের কর্মসূচির আওতায় জন হতদরিদ্র গ্রামীণ কর্মহীন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বছরে দুই মৌসুমে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার এক তৃতীয়াংশ মহিলা।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা, নদী ভাঙ্গন, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ও বজ্রপাতসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং নতুন নতুন দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস, দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল বিভিন্ন আপদের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগে জনগণের করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবেলায় কলা-কৌশল রপ্ত করা, গবেষণা ও প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। আরেকটি সমস্যা হল বিভিন্ন সংস্থার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সমন্বয়হীনতা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০১৬-২০২০ মেয়াদের জন্য একটি নতুন জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। জেলার দুর্যোগ কবলিত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। সে প্রেক্ষিতে দুর্যোগ কবলিত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে এবং গ্রামীণ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। এছাড়া, দুর্যোগ কবলিত জনগণের ঝুঁকিহ্রাসকল্পে আরো বহুমূখী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। জনগণকে সচেতন করার জন্য সারাদেশে দুর্যোগ মহড়া ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা হবে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ১৬টি নতুন বহুমূখী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রায় ১৩৭টি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ;
- ২৬.০৬ কি:মি গ্রামীণ রাস্তা টেকসই করনের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড করণ;
- অনলাইনে দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিপূরণ।